18 OCT 1995

দুর্নীতি সংক্রামক ব্যাধি শিক্ষা ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হয়েছে

গোল মোস্তফা আখন্দ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই জগৎ স্বীকৃত সত্যটির মানদণ্ড বিচার করলে দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড আছে, এমনটি প্রমাণ করা যথেষ্ট কষ্টকর হবে। বাঙালিদের কাংগালীপনার অনেক দিকের মধ্যে এ দিকটি অতীব প্রকট। আমাদের পরিবেশে বিদ্যমান মেরুদণ্ডহীন প্রাণী কুলের গতিবিধি ও চলাফেরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমাদের জীবনধারার বহু দিকের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাবে। মেরুদণ্ড নামক এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিরদাঁড়াটি বিনির্মাণের জন্যে স্থাপিত সমুদয় পাঠশালা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনার নিমিত্তে জাতীয় পর্যায়ে যাঁহাদের হাতে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত ঐ বিশেষ দণ্ডটি তাহাদেরও আছে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

কারণ, শিক্ষায় অনগ্রসর কোন জাতি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। শিক্ষাহীন জাতির সমৃদ্ধি দুরাশা মাত্র। এ সত্যটি যথার্থ উপলব্ধি করেও বিগত বাইশটি বছর যাবৎ যারা শিক্ষা ক্ষেত্রের সমৃদ্ধির পরিচালনা ও পরিকল্পনার মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত আছেন, তারা অদ্যাবধি জাতিকে কোনো সঠিক শিক্ষানীতি উপহার দিতে পারেননি। কেন দিতে পারেননি? ইচ্ছা করেই দেননি; অথবা জাতিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার প্রতিক্রিয়াশীল চেতনারবশেই দেননি। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার কারণ যাহাই হোক না কেন এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আজকের এই সময়টি যখন সময়ের পথ পরিক্রমায় ইতিহাস হয়ে যাবে, তখন ইতিহাসই এদের জন্যে শাস্তির মাত্রা ঘোষণা করবে। এমন কথা ভেবে ততোদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলে জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকবে কিনা আজ দূর দৃষ্টি দিয়ে দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষানুরাগী ও বিজ্ঞজনকে বিষয়টি গভীরভাবে ভাবতে হবে আর এই ভাবনা থেকেই বেরিয়ে আসবে যুগোপযোগী ও আধুনিক একটি শিক্ষানীতির কথা।

বিশ্বে এমন কোনো দেশ বা এমন কোনো উন্নত জাতি নেই, যাদের নিজেদের চাহিদা ও সময়োপযোগী এবং আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষানীতি নেই। সুচিন্তিত, যোগাপযোগী একটি শিক্ষানীতির অনুপস্থিতিতে আমরা যেন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর, এমনকি নিজের সন্তানদের সঙ্গেও অদ্ভুত এক কানামাছি খেলায় লিপ্ত। যেমন প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বইগুলো প্রায় প্রতি বছরই বদলানো হচ্ছে। কিন্তু কোনো বিশেষ দিকটি পরিবর্তনের জন্যে বিশেষভাবে বিবেচিত হচ্ছে তা আদৌ বোধগম্য নয়। শিশুদের বয়স ও মগজের সঙ্গে, শিশুদের ধারণ ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে, অথবা গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে এ পরিবর্তন সাধিত হলে জাতি এ অপচয়কে স্বাগত জানাতে পারত। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান এই বই দুইটির কিছু কিছু অধ্যায় শিশুদের বয়সের তুলনায় অনেক কঠিন বিবেচিত হয়। ইংরেজি বিষয়টিতেও একই অবস্থা। কিন্তু এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বরাবরই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। শিশু মগজে অতিরিক্ত চাপের সমস্যা ও পরিণতি, জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই অবগত। কর্তৃপক্ষ হয়ত ভাবছেন এসব ছোটখাটো বিষয়ে ভাববার জন্য জনগণ তাদের ভোট দিয়ে দেশ শাসন করতে পাঠাননি।

এদিকে মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চলছে ভিন্ন এক তামাশা। অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের ফসল বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্রদের উপহার দিয়ে কর্তৃপক্ষ এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতি কি হবে কি হতে পারে, তা যে প্রতি বছরই বদলানো যাবে না এবং বদলাতে গেলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, এ বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় তাঁদের হাতে নেই। শিক্ষামন্ত্রী মাছের পোনার উন্নয়নে ব্যস্ত থাকলে বেকার মৎস্য মন্ত্রীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করা ছাড়া আর উপায় কি? মাধ্যমিক পরীক্ষায় কম্পিউটারের ভেল্কিভাজি গ্রীনিচ রেকর্ড বুকে নথিভুক্ত করার মতো। পরীক্ষার অনেক পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন এমন ছাত্রটিরও নিস্তার নেই। কম্পিউটার মৃত ছাত্রদেরকেও মরণোত্তর প্রথম বিভাগে পাসের সম্মান দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আবার কোনো বিদ্যালয়ের ক্রমিক নং এক থেকে সাত-আট পর্যন্ত সকল মেধাবী ছাত্রগুলো অরলীলায় ফেল করে বসে আছে। এমনও দেখা যায় এক বিদ্যালয়ের ফল অন্য বিদ্যালয়ের শাখায় পেকে ঝুলে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিকল্পনাহীনতার কারণে অথবা অদক্ষ হাতের কারসাজিতে আজ সারা জাতি ঝড়ের কবলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া জাহাজের যাত্রিদের মতো অনিশ্চিত বিপদ সংকুল গন্তব্যে যাত্রা করেছে। এ যাত্রা সুস্থ জীবনের পরিচায়ক নয়।

স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সৃষ্ট ও সুদীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। আর গৃহবাসীগণ দেখি না কি হয় বলে সরু জানালা পথে পড়ন্ত বিকেলের দুর্যোগময় আকাশে অচেতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চেয়ে আছে। এ এক মূল্যবান সময়ের অপচয় মাত্র। যুব শক্তি আজ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর শঠতায় নেশাগ্রস্ত। কৃষক দু'হাত চিবুকের নীচে ঠেস দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে শূন্য গোলায় ইঁদুরের ধাপাদাপি দেখছে। গৃহিনীর গালমন্দ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না।

আমাদের সাফল্যের স্বাক্ষর শুধু দুর্নীতিতেই সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। দুর্নীতির কালো ধোঁয়ায় জাতির সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এ বিষাক্ত ধোঁয়া জাতির আকাশে সৃষ্টি করতে যাচ্ছে এক ঘন কৃষ্ণ কাদম্বিনী ঘনঘটা। হতে পারে এক মহা বিস্ফোরণ। দুর্নীতির এ দুর্বিনীত জটাজালে শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষাঙ্গন কি করে পবিত্র থাকতে পারে? দুর্নীতির সংক্রামক ব্যাধি তার সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে শিক্ষা ক্ষেত্রের শ্লীলতা, পবিত্রতা ইতিমধ্যেই বিনষ্ট করে ফেলেছে। সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও অনাচারের দীর্ঘ অনুশীলন ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা জাতীয় জীবনে দুরারোগ্য কুষ্ঠ ক্ষত সৃষ্টি করেছে। রুগ্ন জাতির ততোধিক রুগ্ন শিক্ষাঙ্গনে তাই নেই শিক্ষার সুবাতাস। পোড়া বারুদের গন্ধ, ভোগ বিলাসের ছায়া, বড় ভাইদের গৃহপালিত মাস্তান সেজে, কতিপয় মাস্তান শিক্ষাঙ্গনকে সামন্ত শাসকদের দুর্গে পরিণত করেছে। এ বিষয়ে প্রশ্নকর্তাকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের উত্তর; আশু বাক্য ছাড়ুন মশাই। লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে, অথবা অসির চেয়ে মসি শক্তিশালী'। দেশের মানচিত্রে তাকিয়ে এ নীতি কথাগুলোর কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন? বড় সরল উত্তর। অর্থাৎ প্রশ্নকর্তাকে গোল্ডেন হ্যান্ডসেক দিয়ে চলে যাচ্ছে সৎ ছাত্রটি আপন গন্তব্য পথে। অবস্থাদৃষ্টে বাঁচার জন্যে আদর্শবান মানুষও আজ অবস্থার শিকার। নীতি কথাগুলো শুধুই মুখস্ত করার জন্যে?

দুর্নীতিতে আজ সবারই অবাধ অধিকার। মন্ত্রী থেকে সান্ত্রী, মন্ত্রণালয় থেকে মূত্রনালয় পর্যন্ত সবাই, সব ঠাঁই দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সবাই যেন বিচারের উর্ধ্বে। যে কারণে আজ জাতির মগজে পঁচন ধরেছে। জলে ডুব দিয়ে শরীরের কোনো অংশ যেমন শুষ্ক রাখা যায় না তেমনি দুর্নীতির জোয়ারে ভেসে যাওয়া এ দেশে দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন বা ছাত্র খুঁজে বেড়ানো হাস্যকর বিষয়। এ সফলতা প্রতিক্রিয়াশীলদের সফলতা। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সৃষ্ট ও সুদীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। আর গৃহবাসীগণ দেখি না কি হয় বলে সরু জানালা পথে পড়ন্ত বিকেলের দুর্যোগময় আকাশে অচেতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চেয়ে আছে। এ এক মূল্যবান সময়ের অপচয় মাত্র। যুব শক্তি আজ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর শঠতায় নেশাগ্রস্ত। কৃষক দু'হাত চিবুকের নীচে ঠেস দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে শূন্য গোলায় ইঁদুরের ধাপাদাপি দেখছে। গৃহিনীর গালমন্দ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না।

তারের এক প্রান্তে টোকা দিলে যেমন অন্য প্রান্তে কম্পন সৃষ্টি হয় তেমনি রাজনীতির অস্থিরতা, অচল অবস্থা, ক্ষমতার জন্যে নেতাদের ধূর্তামী একই সুরে বেজে উঠেছে শিক্ষাঙ্গনেও। রাজনীতিগণ জনকল্যাণের শপথ নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে আর জনগণের কথা মনে রাখেননি। জনকল্যাণের চেয়ে নিজের কল্যাণের কথাই সর্বদা চিন্তা করেন। সে জন্যে তারা নির্বাচনকে ভয় পান। তাই ছলে-বলে-কলে-কৌশলে এমন কি শক্তি প্রয়োগ করে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। এরই ফলশ্রুতিতে নির্বাচন পিছানোর চেষ্টা এবং সংবিধানের পবিত্রতার জন্য আহাজারি করেন। এমন কি পরবর্তীতে ক্ষমতায় থাকার জন্যে নির্বাচন কমিশনার নামক রেফারীর মগজ ধোলাই করতেও পিছপা হননি। জনগণের দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকেও পাগলামীর দাবি বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ক্ষমতার রজ্জুকে নির্লজ্জভাবে টেনে লম্বা করে স্বার্থ সিদ্ধির ষোল কলা পূরণের বাসনায় এরা লজ্জা ত্যাগ করেছে অনেক আগেই। যে সংবিধানকে কেটে কুটে কলংকিত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ ঠেসে ঢুকানো হয়েছে এখন তার পবিত্রতা ও অখণ্ডতা রক্ষার কপট কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক এই দুর্নীতি, ক্ষমতার লোভ তাদের অপর প্রান্তে অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গনেও বিস্তার লাভ করেছে।

শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়ার দারুণ আকাল। যে ছাত্রগণ সারা বছর লেখাপড়া করেনি তাদের মধ্যে পরীক্ষা ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে। কালোপথে টাকাওয়ালা হবার অনুকরণে অসৎ উপায়ে পরীক্ষা পাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকগণও কোনো মতে দু'পয়সা পেতে আগ্রহী। প্রাইভেট পড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতো আকর্ষণীয় সাইন বোর্ডের মোড়কে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। বিষয় শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট না পড়লে কম নম্বর পাওয়া, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পাওয়ার জন্যে যথোচিত সম্মানী দেয়া একটা সুনির্দিষ্ট রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ছাত্র রাজনীতির কমার্শিয়াল তাৎপর্যের কারণে বাপ ও বেটার একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেজে থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। এসবই বর্তমান দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতির নিছক অনুকরণ মাত্র।

সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বিষময় ফল গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার চেয়েও জাতির জন্যে যে অধিক বিপজ্জনক। এর অবসানে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণীর আজ এক্ষুণি এগিয়ে আসা উচিত। আসন্ন বিপদের এই অশনি সংকেত এখনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলে ধ্বংসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শব্দ ও পরিণতি হতে পরিত্রাণ পেতে দু'হাতে কর্ণমূল ঢেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে না। কাজেই আর গবাক্ষের সরু পথে উদয়াস্ত না দেখে চলুন সম্মিলিত শক্তিতে দুর্নীতির জোয়ারকে প্রতিহত করি। পতনোন্মুখ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ও উন্নয়নের বাধকে শক্ত করার কাজে নেমে পড়ি। নিজ হাতে নিজের, নিজ সন্তানের, তথা আপন দেশের বৃহত্তর কল্যাণে কিছুটা হলেও অবদান রেখে যাই।

গোল মোস্তফা আখন্দ : কলাম লেখক।